সমকাল

তারিখ ... 22 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ১৯ ... কলাম ... ২ ......

ঝরে পড়া কমছে না

■ সাব্বির নেওয়াজ

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিতে চলতি বছর নিবন্ধন করেছিল উম্মে হাবিবা। স্বপ্ন ছিল তার লেখাপড়া করার, শিক্ষিত নারী হওয়ার, মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠে দাঁড়াবার। কিন্তু কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলার পিতলগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির এই ছাত্রীর স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত পূরণ হলো না। পরীক্ষার মাত্র কয়েক মাস আগে মতামত না নিয়েই তাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে আত্মীয়বাড়িতে নিয়ে গিয়ে। তার বাবা কাজী সফিউল আজম জানালেন, মেয়ের সিদ্ধান্ত ছাড়াই বিয়ে দিয়েছেন তাকে। তবে মেয়ে যাতে পরীক্ষা দিতে পারে, সে জন্য ওর শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা কাটাকাটিও হয়েছে তার। কিন্তু মেয়ের স্বামী ইব্রাহিম একদমই চায় না, হাবিবা পরীক্ষা দিক। তাই ছিটকে পড়তে হলো তাকে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে।

এ রকম হাবিবা একজন নয়— প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীদের 'ঝরেপড়া'র (ড্রপ আউট)' হার কিছুতেই কমানো যাচ্ছে না। ছাত্রীদের ক্ষেত্রে 'বাল্যবিয়ে' আর ছাত্রদের ক্ষেত্রে 'অতি দারিদ্র্য' শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে উঠেছে। এগুলো ছাড়াও রয়েছে সামাজিক নানা কারণ। কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার পরাণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আফরিন আলম মুন্নি ও পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পতিরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আইরিন আক্তারের বিয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সমাপনী পরীক্ষার আগে। উপজেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তাদের বাল্যবিয়ে বন্ধ হয়েছে। তারপর বিদ্যালয়ে আর ফিরতে পারেনি তারা। যুক্ত হয়েছে ঝরে পড়ার দলে।

প্রতি বছর পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় নিবন্ধন করেও বড় একটি অংশ শেষ পর্যন্ত পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে না ঝরে পড়ার ফলে। এ সংখ্যা কমাতে সরকার বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ, ছাত্রীদের উপবৃত্তিসহ নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। তার পরও বৃদ্ধির হার উদ্বেগজনক। প্রাথমিক স্তরে বর্তমানে ঝরে পড়ার হার ৪০ শতাংশের বেশি। মাদ্রাসাতে ঝরে পড়ার এ হার আরও অনেক বেশি। গত পাঁচ বছরে এভাবে প্রাথমিক পর্বেই ঝরে পড়েছে ১০ লাখ ছাত্রছাত্রী।

পাঁচ বছরে ১০ লাখ শিক্ষার্থীর লেখাপড়া বন্ধ

গত বছরের তুলনায় কমেছে ২৫ হাজার : চলতি বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থীদের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত বছরের তুলনায় এবার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও মাদ্রাসার ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ২৪ হাজার ২২৬ জন শিক্ষার্থী কমেছে। এবার মোট পরীক্ষার্থী ৩২ লাখ ৩০ হাজার ২৮৮ জন। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৩২ লাখ ৫৪ হাজার ৫১৪ জন। চলতি বছর প্রাথমিক সমাপনীতে ২৯ লাখ ৩০ হাজার ৫৭৩ জন ও ইবতেদায়ি সমাপনীতে দুই লাখ ৯৯ হাজার ৭১৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নিচ্ছে।

প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনীতে প্রতি বছরই পরীক্ষার্থী বাড়ছিল; এবার কমার কারণ জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার সমকালকে বলেন, 'পরীক্ষার্থী কমা-বাড়া শিক্ষার্থীদের ওপর নির্ভর করে। এমন ভেরিয়েশন কখনও কখনও হতে পারে। আমার মনে হয়, হিসাব-নিকাশের কোনো ব্যাপার হতে পারে। এর মধ্যে অন্যরকম কোনো কিছু নেই।' তিনি বলেন, 'আমাদের কাছেও ড্রপ আউটের এ তথ্যই রয়েছে। সুনির্দিষ্ট এই কারণে কমেছে বা বেড়েছে, এমন কোনো তথ্য আমাদের কাছে আসেনি।'

ছাত্রী পরীক্ষার্থী বেড়েছে : পরীক্ষা দুটিতে ছাত্রের চেয়ে ছাত্রী দুই লাখ ৩৮ হাজার ৫০৯ জন বেশি জানিয়ে গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১৩ লাখ ৪৬ হাজার ৩২ জন ছাত্র ও ১৫ লাখ ৮৪ হাজার ৫৪১ জন ছাত্রী। ইবতেদায়ি সমাপনীতে ছাত্র এক লাখ ৫৭ হাজার ৩১৯ জন ও ছাত্রী এক লাখ ৪২ হাজার ৩৯৬ জন।'

প্রাথমিক সমাপনীতে দুই হাজার ৮৫৭ ও ইবতেদায়িতে ৯০ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (অটিস্টিক) পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে বলেও জানান গণশিক্ষামন্ত্রী।

প্রথম দিনেই অনুপস্থিত দেড় লাখ : ২০০৯ সালে প্রথম প্রাথমিক সমাপনী শুরু হয়। ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

ঝরে পড়া কমছে না

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

ইবতেদায়ি সমাপনী শুরু হয় আরও এক বছর পর। এবার অষ্টম প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) ও সপ্তম ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রথম দিনেই সারাদেশে অনুপস্থিত ছিল এক লাখ ৪৩ হাজার ৩১৬ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে পিইসিতে অনুপস্থিত ছিল এক লাখ এক হাজার ১৭ জন এবং ইবতেদায়িতে ৪২ হাজার ২৯৯ জন পরীক্ষার্থী।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার সমকালকে বলেন, 'শিক্ষাবিদদের সঙ্গে পরামর্শ করে আগামীতে পিইসি পরীক্ষা বন্ধ করা যায় কি-না বা বিকল্প কোনো পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা যায় কি-না তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। তবে এ বিষয়ে আগে মন্ত্রিপরিষদকে সম্মতি দিতে হবে। আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য এখন পর্যন্ত পরীক্ষা ছাড়া বিকল্প কোনো পদ্ধতি নেই।'

৫ বছরে ঝরে পড়েছে ১০ লাখ শিক্ষার্থী : এবার পঞ্চম শ্রেণিতে পরীক্ষা দিচ্ছে ৩২ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী, অথচ এই ব্যাচে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল প্রায় ৪২ লাখ শিক্ষার্থী। এ হিসাবে গত পাঁচ বছরে প্রায় ১০ লাখ শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। এ সম্পর্কে গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার বলেন, 'কখনও কখনও এমনটা হতেই পারে। শিক্ষার্থীরা অন্য কোনো স্কুলে যেতে পারে। অন্য দেশেও চলে যেতে পারে। মাইগ্রেশনের কারণেও এমনটা হতে পারে। কারণ গ্রাম থেকে মানুষ শহরে যাচ্ছে। হিসেবেও গরমিলও থাকতে পারে। এটা কোনো বড় বিষয় নয়।' প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর সমকালকে জানান, তারা চেষ্টা করছেন শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে। এ জন্য সরকারি নানা প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।